ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 164 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ৩২০ ● কলকাতা ● ১২ অগ্রহায়ন, ১৪৩২ ● শনিবার ● ২৯ নভেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 127

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

খারাপ স্থিতি দেখেন না।

তাঁরা সবসময় ভূমির শক্তির সঙ্গে জুড়ে থাকেন। সেইজন্য সাধু যে কোন ভূমির উপর বাস করেন, যে কোন স্থানে বসেন, যে কোন স্থানে তাঁর চৈতন্যপূর্ণ শরীরের সান্নিধ্য মিলে, ঐ স্থান পবিত্র হয়ে যায়। কারণ তাঁর সান্নিধ্যে প্রাপ্ত চৈতন্য ঐ স্থানে। সদৈব বর্তমান থেকেই যায়।

ক্রমশঃ

তৃণমূলের নিশানায় মুখ্য নির্বাচন কমিশনার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নয়াদিল্লি: পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী বঙ্গে এসআইআর প্রক্রিয়া চলাকালীন তার নেতিবাচক দিকগুলি তুলে ধরতে দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে সাক্ষাৎ করল তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। শুক্রবার কমিশনের সময়মতো বেলা ১১ টা নাগাদ ১০ সাংসদ কমিশনের কার্যালয় গিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে দেখা করেন।

তাঁদের আরও বক্তব্য, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে SIR-এর কাজ করতে গিয়ে বহু ব্লক লেভেল অফিসার প্রাণ হারিয়েছেন। কিছুক্ষেত্রে BLO-রা নির্বাচন কমিশনের অমানবিক চাপে পড়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন। আবার কিছুক্ষেত্রে BLO-দের পরিবারদের দাবি, তাঁদের প্রিয়জনদের এমন অমানবিক পরিস্থিতিতে কাজ করানো হয়েছিল যে তাঁদের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত অকালমৃত্যু হয়। এসব তথ্য জানিয়ে তৃণমূল প্রতিনিধিদের প্রশ্ন, "এই প্রাণহানির দায় কে নেবে? নির্বাচন কমিশন, নাকি প্রধান

এরপর ৩ পাতায়

হাওড়ায় তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধানকে লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি

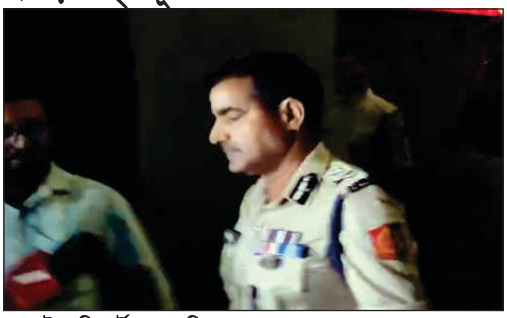

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

হাওড়া: তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধানকে লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি। গুলিবিদ্ধ পঞ্চায়েত প্রধানের আরও এক সঙ্গী। আশঙ্কাজনক অবস্থায় দুজনেই উত্তর হাওড়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে ছুটে যান হাওড়া সিটি পুলিশের কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী সহ পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।স্থানীয় মানুষজনই প্রথমে তাঁদের বেলুড় স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু শারীরিক অবস্থার ক্রমশ অবনতি হওয়ায় সেখান থেকে দ্রুত উত্তর হাওড়ার ওই বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে জোর রাজনৈতিক তরজা। তৃণমূল নেতা গৌতম চৌধুরী বলেন, কীভাবে এই ঘটনা তা এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।কীভাবে এই ঘটনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দুষ্কৃতীদের খোঁজে শুরু হয়েছে তল্লাশি। অন্যদিকে ঘটনার খবর পেয়েই রাতেই বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন পঞ্চায়েত প্রধানকে দেখতে যান তৃণমূলের জেলা সদর সভাপতি গৌতম চৌধুরী।

গুলিবিদ্ধ ওই পঞ্চায়েত প্রধানের নাম দেবব্রত মণ্ডল ওরফে বাবু মণ্ডল। তিনি বেলুড়ে সাঁপুইপাড়া বসুকাঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। এলাকায় প্রভাব রয়েছে তাঁর। পুলিশ সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার রাত ১১টা নাগাদ দেবব্রত মণ্ডল এক সঙ্গীর সঙ্গে বাইকে করে বিয়ের একটি অনুষ্ঠান থেকে ফিরছিলেন। সেই সময় ষষ্ঠী তলা মালিবাগানের সামনে তাঁকে লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। পুলিশ সূত্রে খবর, দুটি গুলি লাগে পঞ্চায়েত প্রধানের শরীরে। বাবু মণ্ডলের সঙ্গেই বাইকে ছিলেন অনুপম রানা নামে এক সঙ্গী। তাঁর শরীরেও গুলি লাগে। একেবারে রক্তাক্ত অবস্থায় দু'জনে সেখানেই লুটিয়ে পড়েন।

জন বার্লাকে গুরুত্বপূর্ণ পদ দিল রাজ্য সরকার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আলিপুরদুয়ার: জন বার্লাকে মাইনোরিটি(সংখ্যালঘু কমিশন) কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান করল রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যে নাগাদ নবান্ন থেকে এই মর্মে জন বার্লাকে ইমেল করে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়। এই দায়িত্ব পেয়ে খুশি হয়েছেন ডুয়ার্সের বিতর্কিত রাজনৈতিক চরিত্র জন বার্লাপ্রসঙ্গত, গত ২৩ এপ্রিল দীর্ঘ চিকিৎসার পর বার্লার প্রথম স্ত্রী মহিমার মৃত্যু হয়। স্ত্রীর মৃত্যুর প্রায় সাত মাস পরে ফের বিয়ে করেছেন জন বার্লা। ১১ নভেম্বর রেজিস্ট্রি সেরে ফেলেছেন নবদম্পতি। এখনো সামাজিক অনুষ্ঠান করা হয়নি। দলগাঁও চাবাগানের দলমনি ডিভিশনের মঞ্জু তিরকের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। মঞ্জু দেবী ডিমডিমার সেন্ট মারিয়া গরেতি ডিমডিমা গার্লস হাইস্কুলের শিক্ষিকা । দ্বিতীয় বিয়ের কয়েকদিনের মধ্যেই বড় পদ পেলেন জন বার্লা।

এদিন বার্লা বলেন, "রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আমাকে এই দায়িত্ব দিয়েছেন। আমি খুশি। আমি ডুয়ার্সের জন্য কাজ করবো। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই এই রাজ্যের ভালো করতে পারেন। আমি আগেই কাজে নেমেছিলাম। এবার এই দায়িত্ব পেয়ে আমি ঝাঁপিয়ে কাজ করবো।"

উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপির টিকিটে জিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়েছিলেন জন বার্লা। কিন্তু ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি জনকে টিকিট দেয়নি। আলিপুরদুয়ার জেলা বিজেপির সভাপতি মনোজ টিগগাকে আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রে টিকিট দেয় বিজেপি। তার পরেই বিজেপির সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয় বার্লার। মনোজ টিগগার সঙ্গে পরবর্তীতে প্রকাশ্যে বিবাদ করতেও দেখা যায় প্রাক্তন এই সাংসদকে। সম্প্রতি সুভাষিণী চাবাগানের মাঠে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক সভার মঞ্চেও দেখা গিয়েছিল এই প্রাক্তন সাংসদকে। তার কিছুদিন পরে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন জন বার্লা।

সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে জন বার্লাকে (John Barla) রাজ্যস্তরের বড় পদ দেওয়ায় ডুয়ার্সের রাজনীতিতে তৃণমূল আরো শক্তিশালী হবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। জানা গিয়েছে, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান পদে রয়েছেন রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ আহমেদ হাসান ইমরান। এই কমিশনে ভাইস চেয়ারম্যানের দুটো পদ থাকে। একজন ভাইস চেয়ারম্যান হলেন জন বার্লা।

কয়েকশো কোটির প্রতারণা করে নৈহাটিতে আত্মগোপন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

১৫০০ কোটি টাকা প্রতারণা করে নৈহাটিতে আত্মগোপন করল রুদ্রা মার্কেটিং সংস্থার ম্যানেজার। অভিযুক্তের খোজে তল্লাশি চালাচ্ছে নৈহাটি থানার পুলিশ। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল নৈহাটি। বিরোধী দলনেতা অর্জুন সিং এই বিষয়ে বলেন অপরাধীদের মুক্তাঞ্চল হয়ে উঠেছে নৈহাটি।বিরোধী দলনেতা অর্জুন সিং তৃণমূলকে আক্রমণ করে বলেন, "নৈহাটি অপরাধীদের মুক্তাঞ্চল হয়ে উঠেছে। সব অপরাধীরা এখন নৈহাটিতে আশ্রয় নিচ্ছে। বিধায়ক সনত দে এই অপরাধীদের সব খবরা-খবর রাখে। আর পার্থ ভৌমিক এদের টাকা দিয়ে সিনেমা করছে।"বিধায়ক সনত দে আবার হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন নৈহাটিতে এইসব অপরাধিদের ঠাই হবে না।

১৫০০ কোটি টাকা প্রতারণা করে উলুবেড়িয়া থেকে নৈহাটির গরিফায় পরিবার নিয়ে আত্মগোপন করে রুদ্রা মার্কেটিং সংস্থার ম্যানেজার পার্থ হাইত। পাওনাদাররা বাড়িতে আসতেই পরিবার ছেড়ে গা ঢাকা দেয় সে। গত চার মাস ধরেই গরিফায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে আত্মগোপন করেছিল অভিযুক্ত। নৈহাটি থানার পুলিশ পার্থ হাইতের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়। নৈহাটিতে তাঁকে পরিবার সহ বযে আশ্রয়

এরপর ৪ পাতায়

(১ম পাতার পর)

তৃণমূলের নিশানায় মুখ্য নির্বাচন কমিশনার

নির্বাচন কমিশনার শ্রী জ্ঞানেশ কুমার? আমরা দেখেছি, BLO-দের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি, প্রয়োজনীয় সহায়তাও দেওয়া হয়নি। অবাস্তব সময়সীমার বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং তার ফলে অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়েন কিংবা মারা যান। এই অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুগুলোর রক্ত কি প্রধান নির্বাচন কমিশনারের হাতেই লেগে নেই?"সেখানে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর সেখান থেকে বেরিয়ে কার্যত ক্ষোভ উগড়ে দেন ডেরেক ও ব্রায়েন, শতাব্দী রায়, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়রা। তাঁদের অভিযোগ, এসআইআরের 'চাপে' রাজ্যে এতজনের মৃত্যুর রক্ত লেগে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের হাতেই! সাংবাদিক বৈঠকে শতাব্দী রায়, মহুয়া মৈত্র, দোলা সেনদের প্রশ্ন, "এই অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুগুলোর রক্ত কি মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের হাতেই লেগে নেই?" ডেরেক ও ব্রায়েনের অভিযোগ, এসআইআর নিয়ে তৃণমূলের পাঁচ প্রশ্নের জবাব দিতে ব্যর্থ নির্বাচন কমিশন।

ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বঙ্গে এসআইআর বা ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কাজ চলছে। মাত্র ২ মাসের মধ্যে যাবতীয় কাজ শেষের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, কমিশনের এই সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক অভিসন্ধিমূলক। দ্রুত এসআইআর করতে গিয়ে বৈধ ভোটারদের নাম বাদ পড়ার আশঙ্কা করছে তৃণমূল। আর এই আশঙ্কা থেকে সাধারণ মানুষ এবং কাজের চাপে বিএলও-দের মৃত্যুর মতো অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটছে রাজ্যে। সেই সংখ্যা কম নয় মোটেও। এসব সমস্যার কথা নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে তুলে ধরতে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ১০ সাংসদের একটি দল শুক্রবার দিল্লিতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে দেখা করেন। বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাঁরা উল্লেখ করেছেন জ্ঞানেশ কুমারের সামনে।

তৃণমূল সাংসদদের বক্তব্য, SIR প্রক্রিয়ার আসল উদ্দেশ্য এখন খুবই সন্দেহজনক লাগছে। এই প্রক্রিয়া কি সত্যিই ভুয়ো ভোটার বাদ দেওয়ার জন্য, নাকি বাঙালির নিজস্ব পরিচয় মুছে ফেলার জন্য? দেশে অনুপ্রবেশকারী ঢোকাই যদি প্রধান সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে ত্রিপুরা, মিজোরাম, অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড ও মণিপুরের মতো যেসব রাজ্যগুলির সঙ্গে বাংলাদেশ ও মায়ানমারের সীমান্ত, সেখানে কেন এই প্রক্রিয়া হচ্ছে না? এমনকী অসমেও SIR প্রক্রিয়া হবে না কারণ সেখানে নাকি 'বিশেষ সংশোধন' প্রক্রিয়া চলছে। তাহলে শুধুমাত্র বাংলাতেই কেন ব্যতিক্রম?

আরও প্রশ্ন, যে ভোটার তালিকা নিয়ে নির্বাচন কমিশন এত উদ্বেগ প্রকাশ করছেন তার ভিত্তিতেই তো গত বছর সাধারণ নির্বাচন হয়েছিল। তারপর তিনটে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনও হয়েছে। সাধারণ মানুষ ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিয়েছেন এই ভেবে যে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার সুরক্ষিত ছিল। তাহলে এক বছরের ব্যবধানে সেই ভোটার তালিকা কীভাবে আর নির্ভরযোগ্য হচ্ছে না বলে মনে করছে নির্বাচন কমিশন?

আইএনএস সহ্যাদ্রি ফিলিপিন্সের ম্যানিলায় বন্দর সফর করল

নয়াদিল্লি, ২৭ নভেম্বর, ২০২৫

ভারতীয় নৌ-বাহিনীর যুদ্ধ জাহাজ সহ্যাদ্রি ফিলিপিন্সের সঙ্গে নৌ-মহড়ায় অংশ নেওয়ার পর, ম্যানিলায় বন্দর সফর করল। আইএনএস সহ্যাদ্রি দেশীয় প্রযুক্তিতে নির্মিত স্টিলথ মাল্টিরোল ফ্রিগেট।

এই যুদ্ধ জাহাজটি ভারত – প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় বর্তমানে অপারেশনাল ডেপ্লয়মেন্টে যুক্ত। প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে বিভিন্ন বহুপাক্ষিক ও দ্বিপাক্ষিক নৌ-মহড়ায় অংশ নিয়েছে। এই জাতীয় নৌ-মহড়াগুলি হ'ল – মালাবার ২০২৫, অসিনডেক্স ২০২৫, জাইমেক্স ২০২৫ প্রভৃতি। কোরিয়ান নৌ-বাহিনীর সঙ্গে প্রথম দ্বিপাক্ষিক মহড়ায় যোগ দেয় এই যুদ্ধ জাহাজটি।

নৌ-মহড়াকালীন উভয়পক্ষই যোগাযোগ সংক্রান্ত বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয়, সামুদ্রিক অনুসন্ধান সহ যুদ্ধ বিমান ওঠা-নামার মতো পেশাগত সমন্বয় ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার উপর গুরুত্ব দেয়।

বন্দর সফরকালীন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আলোচনাচক্র, ক্রীড়া এবং যোগাসনের মতো বিষয়গুলি অনুষ্ঠিত হয়। সেইসঙ্গে, অনাথদের সাহায্য করা হয়।

ফিলিপিন্সের সঙ্গে ভারতের জোট সম্পর্ক শক্তিশালী করার এক অঙ্গীকার-স্বরূপ এই নৌ-মহড়া। এক্ষেত্রে আইএনএস সহ্যাদ্রির এই সফর শান্তি, সুরক্ষা ও ভারত – প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় স্থিতাবস্থা রক্ষার ক্ষেত্রে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের 'অ্যাক্ট ইস্ট' নীতি এবং 'ভিশন সাগর' – এর সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করতেই এই জাতীয় মহড়ার আয়োজন।

রাজ্যে ২৭ লক্ষ ভুতুড়ে ভোটারের হদিশ পেয়েছে কমিশন, সাড়ে ১৫ লক্ষই মৃত

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিতর্ককে সঙ্গী করেই রাজ্যে চলছে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা (এসআইআর)। সেই সমীক্ষার কাজ শুরুর প্রথম ২৫ দিনেই ২৭ লক্ষ ভুতুড়ে ভোটারের সন্ধান মিলেছে বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে। তার মধ্যে ১৫ লক্ষ ৫৩ হাজারই মৃত। আগামী ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে সংশোধনীর কাজ।কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত ৭ কোটি ৬৫ লক্ষ এনুমারেশন ফর্ম বিলি সম্পন্ন করেছেন বুথ লেভেল অফিসাররা। ৬ কোটি ৪৫ লক্ষ ভোটারের তথ্য ডিজিটাইজ হয়েছে। যে ২৭ লক্ষ ভোটারের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি তার মধ্যে মৃতের সংখ্যা ১৫ লক্ষ ৫৩ হাজার জন। ২ লক্ষ ৬১ হাজার জন ভোটারকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। ২ লক্ষ ৮৮ হাজার জন স্থানান্তরিত হয়েছেন। খসড়া তালিকা থেকে যাঁদের নাম বাদ পড়ার হিসাব মিলেছে, তাঁদের মধ্যে ৫৮ হাজার ১৬৪ জনের একাধিক জায়গায় ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে। বিজেপি রাজ্য নেতৃত্ব প্রথম থেকেই হুঙ্কার ছেড়েছেন এক কোটি ভোটার বাদ যাবেন। তবে সংখ্যাটি আতটা হবে না বলেই মনে করছেন কমিশনের আধিকারিকরা। সর্বোচ্চ ৩৫ লক্ষ হতে পারে। ফলে বাদ পড়া ভোটারদের সংখ্যা আরও বাড়বে বলেই মনে করছেন কমিশনের

এরপর ৫ পাতায়

সম্পাদকীয়

ওয়াকফ নিয়ে উলটপুরাণ রাজ্যের, শুনে কী বললেন হুমায়ুন-নওশাদরা?

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় একটি নির্দেশিকা জারি করেছে রাজ্যের সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতর। প্রতিটি জেলাশাসকের কাছে সেই নির্দেশিকা পাঠিয়ে দিয়েছে নবান্ন। যাতে স্বাক্ষর করেছেন দফতরের সচিব পিবি সালিম। কিন্তু কী রয়েছে সেই নির্দেশিকায়? নবান্ন তরফে জারি হওয়া ওই নির্দেশিকায় সাফ লেখা, 'উমিদ পোর্টাল তৈরির ছয় মাসের মধ্যে সমস্ত ওয়াকফ সম্পত্তির তথ্য সেই পোর্টালে আপলোড করতে হত ওয়াকফ সংখ্যালঘুদের। তাই সংখ্যালঘু নেতাদের বক্তব্যও গুরুত্বপূর্ণ। আর সংখ্যালঘুদের নেতার কথা উঠলেই শীর্ষে ভরতপুরের 'প্রতিবাদী' তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। তিনি দলে থেকেও দলে নেই। তাই সুর রয়েছে সেই রকম। ওয়াকফ-স্বীকৃতির খবর শুনে হুমায়ুন বললেন, 'প্রথমে বললেন মানা হবে না, এখন মেনে নিলেন। এসআইআর নিয়েও বলেছিলেন। কিন্তু রাজ্যে এখন এসআইআর চলছে।' অন্যদিকে ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীর দাবি, 'এই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, ওয়াকফ লাগু হতে দেবেন না। ওনার আমলেই তো সবচেয়ে বেশি ওয়াকফ সম্পত্তি চুরি হয়েছে। এসব দ্বিচারিতা নিয়ে সংখ্যালঘু মানুষদের এবার ভাবা উচিত।'

আপাতত এই ছয় মাসের সময়সীমা ৫ ডিসেম্বর শেষ হচ্ছে। তাই এই সময়ের মধ্যে রাজ্যের ৮২ হাজার ওয়াকফ সম্পত্তির তথ্য আপলোড করতে হবে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় পোর্টালে।' অর্থাৎ বাংলাতেও হিসাব নেওয়া হবে ওয়াকফ সম্পত্তির। আরও সহজ করে বললে, কেন্দ্রের তৈরি ওয়াকফ সংশোধনী আইন মেনে নিল রাজ্য সরকার। কিন্তু এই উলটপুরাণের কারণ কী? প্রথম থেকেই ওয়াকফ নিয়ে নিজেদের ভিন্ন অবস্থান বজায় রেখেছিল তৃণমূল নেতৃত্ব। দলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভরা সভায় বলেছিলেন, 'যতক্ষণ তিনি রয়েছেন, বাংলায় ওয়াকফ হতে দেবেন না।' তা হলে এরপরেও কীভাবে বদলে গেল সব সমীকরণ? একাংশের মতে, কেন্দ্রের তৈরি আইন না মেনে বেশিদিন 'চুপ করে বসে থাকতে পারে না' কোনও রাজ্য। সুতরাং আইনে সম্মতি দিতেই হবে। বাংলাও দিয়েছে। অবশ্য নবান্নের এই 'ওয়াকফ-সম্মতি' নিয়ে খানিক ভিন্ন যুক্তি তৃণমূলের। এদিন দলের মুখপাত্র তথা কাউন্সিলর অরূপ চক্রবর্তী বলেন, 'আমাদের আপত্তির জায়গাটা নীতিগত। মোদী সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি বিক্রির পর এবার নজর পড়েছে ওয়াকফ এস্টেটগুলিতে। রাজ্যের ওয়াকফ সম্পত্তিগুলি যাতে ওয়াকফ বোর্ডের আওতায় থাকে, সেটাকে সুনিশ্চিত করতেই আমরা নতুন নির্দেশিকা জারি করেছি।'

বিরোধীরা কী বলছেন?

হাজার আপত্তি পেরিয়ে ওয়াকফে রাজি হয়েছে রাজ্য। স্বাভাবিক নিয়মেই খোঁচা দিয়েছে বিরোধী শিবির। তাও আবার একযোগে। এদিন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'ঠেলায় না পড়লে বিড়াল গাছে ওঠে না। বাবা সাহেব অম্বেদকরের সংবিধান শেষ কথা বলবে। আর এই ওয়াকফ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে যে হিন্দুদের ক্ষতি হয়েছে, তাঁদের ক্ষতিপূরণ দিন। আর মুসলিমদের বলছি, আপনারা যদি সত্যি ওয়াকফ আইনের বিরোধী হন, তা হলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বয়কট করে দেখান।' একই সুর প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরীর। বাংলায় ওয়াকফ আইন বয়কট করার মধ্যে দিয়ে তৃণমূল আসলেই জমি মাফিয়াদের সুবিধা করে দিচ্ছিল বলেই অভিযোগ তাঁর। অধীরের কথায়, 'বাংলায় প্রচুর ওয়াকফ সম্পত্তি। এই সুবাদে রেজিস্ট্রেশন না হওয়া জমিগুলি মাফিয়ারা দখল করে নিতে পারে বলেই আশঙ্কা।'

বিপদে পড়লে স্মরণ করো রক্ষা করবে ব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(কুড়িতম পর্ব)

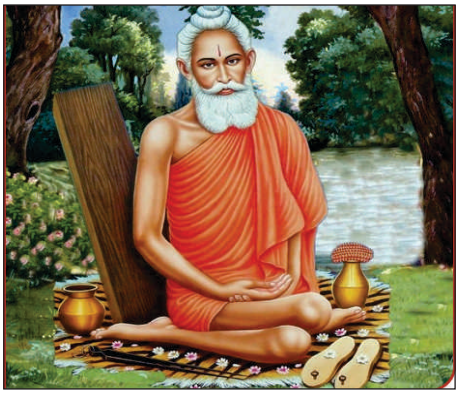

ব্রহ্মানন্দ ভারতী ঢাকার বিক্রমপুরের পশ্চিমপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পারিবারিক নাম – তারাকান্ত গাঙ্গুলী। আইন পেশায় ও শিক্ষকতায় জড়িত ছিলেন। লোকমুখে বাবা লোকনাথের কথা শুনে; কৌতুহলবশতঃ দেখতে আসেন। পরে সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি দান করে; বাবার আশ্রমে চলে আসেন। বাবা নতুন নামকরণ করেন-

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

কয়েকশো কোটির প্রতারণা করে নৈহাটিতে আত্মগোপন

দিচ্ছিল তার খোঁজেও জারি রয়েছে তল্লাশি। ছেলের কোটি কোটি টাকা আর্থিক তছরুপের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন মা'ও।

তাঁর কথায়, "আমাদের উলুবেরিয়ায় আলমারির আলাদা ব্যবসা আছে। চিট ফান্ডের ব্যবসার মালিক আমরা নই। এর মালিক দেবজিত রায় ও বিশ্বজিৎ রানা। একদিন ওরা আমাদের বাড়িতে এসেছিল। আমার ছেলের নিশ্চয় আগে থেকে ওদের সঙ্গে পরিচয় ছিল। ওকে যখন জিজ্ঞাসা করি কোথায় যাচ্ছে তখন ওরা জানায় ট্রেডিংয়ের ব্যবসা করবে। ওর বাবা বারণ করেন। এরপর আমার স্বামী এত অসুস্থ হয়ে পড়েন যে আমি এর ওদিকে মন দিতেই পারিনি। তারপর শুনছি হঠাৎ করে আর্থিক তছরুপির বিষয়ে। আমার ছেলে খুব ভয় পেয়ে যায়। কারণ ওরা এগ্রিমেন্টে সই করিয়ে নিয়েছিল। এমনকি ওকে মেরে ফেলতেও লোক লাগিয়েছিল। সেই জন্য নৈহাটিতে চলে আসি তিন চার মাস আগে। ওর বাবা কল্যাণীতে ডাক্তার দেখান, তাই বোনপো এখানে ব্যবস্থা করে দেন।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

ইঁহার বর্ণ নীল ও মূর্তি ভীতিপ্রদ। ইনি চতুর্মুখ ও অষ্টভুজ। প্রত্যালীঢ় পদে ইনি শিব ...কে পদদলিত করেন" (বিনয়তোষ ৪৩-৪৪)।

"কালচক্র।।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

কলকাতায় ডেরা বেঁধেই ভোট পরিচালনা করবেন অমিত - ভূপেন্দ্ররা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিহারে নির্বাচনে রাজনৈতিক রণকৌশল প্রয়োগ করে সাফল্য পেয়েছে বিজেপি। এবার তাই আগামী বছর পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের টার্গেট বাংলা। বঙ্গের মাটিতে পদ্মের ঢেউ আনতে মরিয়া বিজেপির দিল্লি নেতৃত্ব।সূত্রের খবর অনুযায়ী, ডিসেম্বর মাসের শেষ থেকে বঙ্গে পাকাপাকিভাবে ঘাঁটি গাড়বেন কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও অপর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব।এর পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদী তিনিও বঙ্গ সফরে আসবেন একাধিকবার। কখনো কখনো তিনি দুদিন থেকে তিন দিনের কর্মসূচি নিয়ে বঙ্গের মাটিতে আসবেন। থাকবেন রাজভবনে। প্রায় ২৫ টি জনসভা গোটা বঙ্গে তিনি করবেন। অমিত শাহ, ভূপেন্দ্র যাদবের পাশাপাশি অসমের মুখ্যমন্ত্রী এবং উত্তরপ্রদেশে মুখ্যমন্ত্রী ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রীকেও আনা হবে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী জনসভা গুলিতে শাসক দলের বিরুদ্ধে সুর চড়াতে । ভোটের সময় অনেক পরিযায়ী পাখি আসেন আবার চলে যান। কিংবা কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতাদের ডেলি প্যাসেঞ্জার বলে কটাক্ষ করত রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু বর্তমানে তৃণমূল নেতৃত্ব এই বঙ্গে ঘাঁটি গেড়ে অমিত শাহ ও ভূপেন্দ্র যাদবের বসে থাকার বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে পর্যবেক্ষণ করছে। এস আই এয়ারপোর্ট টিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার পর খরচা তালিকা যে প্রকাশিত হবে তাতে কত মানুষের নাম্বার যাবে এবং পরবর্তী বঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি কোন দিকে যাবে তা আগামী দিন বোঝা যাবে। তবে বঙ্গ কে পাখির চোখ করে এগোনো বিজেপির চাণক্য'র আগামী কয়েক মাসের আস্তানা যে পশ্চিমবঙ্গ হতে চলেছে তা বলাই বাহুল্য।সল্টলেকে ২টিবাড়ি ইতিমধ্যে চিহ্নিত করা হয়েছে দুজনের জন্য। এই বাড়ি ভাড়া নেওয়ার বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয় বঙ্গের দুই এবি ওয়েট বিজেপি নেতার ওপর। সল্টলেকের একাধিক বাড়ির মধ্যে থেকে দুটি বাড়ি বেছে নেওয়া হয়েছে। সেই বাড়িগুলিকে ঘিরে কিরকম নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে তা নিয়ে ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা রক্ষী ও গোয়েন্দা দফতর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।ডেলি প্যাসেঞ্জারি নয়, পাকাপাকিভাবে আগামী পাঁচ থেকে ছয় মাস বঙ্গে থাকতে আসেন দুই ভোট কৌশলী।বঙ্গে ২৯৪ টি আসনে বিজেপির ঝড় তুলতে এবং তার পাশাপাশি সংগঠনকে সুগঠিতভাবে পরিচালিত করে বঙ্গ বিজেপিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে কিভাবে তার ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করবেন। বর্তমানে ২৯৪ টি আসনের মধ্যে ৩০টি আসনে বিজেপি ভালো অবস্থায় রয়েছে ফলাফলের বিচারে। বাকি আরও ৩০ টি আসনে তৃণমূলের সঙ্গে লড়াই করার মত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। কিন্তু রাজ্যে ক্ষমতায় আসতে গেলে ১৪২টি আসনের প্রয়োজন। তাই ১৬০টি' র বেশি আসন জেতার লক্ষ্য নিয়ে বঙ্গের মাটিতে আগামী কয়েক মাস বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকবেন অমিত শাহ ও ভূপেন্দ্র যাদব জুটি। বিশ্বস্ত সূত্রের খবর অনুযায়ী, আরো জানা গিয়েছে ইতিমধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ভূপেন্দ্র যাদব কাদের দিয়ে কাজ করাবেন তাদের নামের তালিকা প্রস্তুত করেছেন। রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘের বাছাই করা

এরপর ৬ পাতায়

(৩ পাতার পর)

রাজ্যে ২৭ লক্ষ ভুতুড়ে ভোটারের হদিশ পেয়েছে কমিশন, সাড়ে ১৫ লক্ষই মৃত

আধিকারিকরা।

গত ৪ নভেম্বর থেকে পশ্চিমবঙ্গ সহ ১২ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সমীক্ষার কাজ শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন। এক মাস ধরে চলববে ওই সমীক্ষার কাজ। ইতিমধ্যেই বিতর্ক শুরু হয়েছে এসআইআর নিয়ে। প্রচণ্ড কাজের চাপে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন একের পর এক বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও)। কেউ চাপ নিতে না পেরে আত্মঘাতী হয়েছেন। কেউ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন। শুধু বিএলও'রাই নয়, প্রচণ্ড চাপের মধ্যে রয়েছেন ভোটাররাও। নাম বাদ যাওয়ার আতঙ্কে অনেকেই আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন। কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। গত এক মাসে এসআইআরের বলি হয়েছেন ৩৩ জন। প্রতিদিনই ধরা পড়ছে ভুতুড়ে ভোটার।

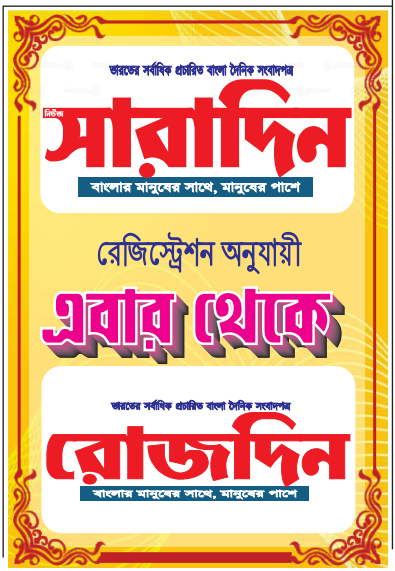

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

কয়লা খনিগুলি অগ্রিম চালু করতে দ্রুত খননের লক্ষ্যে কয়লা মন্ত্রকের আরও এক পদক্ষেপ

নতুন দিল্লি, ২৮ নভেম্বর, ২০২৫

কয়লা ক্ষেত্রকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে এবং আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্য সম্পাদনে চলতি প্রয়াসের অঙ্গ হিসেবে সরকার কয়লা খনিগুলি অগ্রিম চালু করতে দ্রুত খননের লক্ষ্যে আরও এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। খনি ও আকরিক (উন্নয়ন এবং নিয়ন্ত্রণ) আইন ১৯৫৭ বিভাগ ৪ এবং উপবিভাগ (১)-এর অধীন ন্যাশনাল অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড ফর এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং (কিউসিআই - এনএবিইটি) কোয়ালিটি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া দ্বিতীয় সংস্থানবশত বেসরকারি অনুমোদিত সম্ভাবনাময় সংস্থাগুলিকে খননের যে অধিকার দিয়েছে সে ব্যাপারে ২৬ শে নভেম্বর ২০২৫ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।

এর ফলে আরও ১৮ টি সংস্থা কয়লা এবং লিগনাইট খনন করতে পারবে। সেই সঙ্গে কয়লা ব্লকগুলি যাদের বিতরণ করা হয়েছে, তারা তাদের প্রয়োজন মাফিক সম্ভাবনাময় এই সংস্থাগুলিকে কাজে লাগাতে পারবে। কয়লা খনিগুলিকে চালু করার পূর্ব শর্ত হিসেবে ভূ-তাত্ত্বিক রিপোর্ট এবং খননের সম্ভাবনার দিকটিকে নির্দিষ্ট করতে হবে। সম্ভাবনাময় সংস্থাগুলিকে লাইসেন্স প্রদানে অতীতের ৬ মাসের যে সময়সীমা ছিল এখন থেকে সেই সময় সাশ্রয় করা সম্ভব হবে।

অনুমোদিত সম্ভাবনাময় সংস্থার ভাণ্ডার প্রসার ঘটিয়ে এবং বেসরকারি সংস্থাগুলিকে কাজে লাগিয়ে দক্ষ ও প্রতিযোগিতার প্রসারে খনন পরিমন্ডলে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনকে কাজে লাগানো যাবে।

এই পদক্ষেপের ফলে খননের কাজে একদিকে যেমন গতি সঞ্চার হবে সেই সঙ্গে অগ্রিম খনি বন্টনের ব্যবস্থায় কয়লা এবং লিগনাইট সম্পদের ব্যবহার প্রসার এবং তা পাওয়ার কাজও অনেক সহজ হয়ে যাবে। দেশের জ্বালানি ক্ষেত্রে বর্ধিত চাহিদার দিকে তাকিয়ে এটা এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

ভারত সরকার স্বচ্ছতা, দক্ষতা এবং ভবিষ্যতের প্রয়োজন মেটাতে আকরিক খনন পরিকাঠামো গড়ে তুলতে দায়বদ্ধ, যা দেশের জ্বালানি শক্তি এবং আর্থিক শ্রীবৃদ্ধির প্রসার ঘটাবে।

(৩ পাতার পর)

কলকাতায় ডেরা বেঁধেই ভোট পরিচালনা করবেন অমিত - ভূপেন্দ্ররা

কর্মীদের ও আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনের আগে সংগঠন মজবুত করতে কাজে লাগানো হচ্ছে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাকে। সেখানে বাছাই করা ৬ জনকে ওই জেলার সংগঠন এবং ভোট ব্যাংক মজবুত করতে বিশেষ দায়িত্ব দেবেন ভুপেন্দ্র যাদব। মূলত সংগঠনের দিকটাই রবীন্দ্র যাদব নজরদারি চালাবেন। অপরদিকে রাজ্যের শাসক দলকে চাপে ফেলতে বঙ্গের বিজেপি ব্রিগেডকে কাজে লাগাতে এবং ইস্যুভিত্তিক লড়াইয়ে প্রস্তুত করতে রণ কৌশল ঠিক করবেন বঙ্গে থেকে অমিত শাহ। প্রায় ২৫ থেকে ২৮ টি জনসভা তিনি নিজে করবেন বিভিন্ন বাছাই করা জোন ধরে।

হঠাৎ নবান্নে জোড়া বৈঠকে শুভেন্দুকে আমন্ত্রণ মুখ্যমন্ত্রীর! কী বললেন বিরোধী দলনেতা?

নয়াদিল্লি, ২৭ নভেম্বর, ২০২৫

আগামী ১ ডিসেম্বর নবান্নে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ডাকা হয়েছে। আর এই বৈঠক ডেকেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈঠক দুটির একটিতে রাজ্য মানবাধিকার কমিশন, আরেকটি লোকায়ুক্ত কমিটি। এই বৈঠকে নিয়ম মেনে চিঠি পাঠানো হয়েছে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে। আর সেই চিঠি পেয়ে শুভেন্দু অধিকারী যে মন্তব্য করেছেন তা নিয়ে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে রাজ্যের রাজনীতি।

মুখ্যমন্ত্রী নেতৃত্বে নবান্ন যে বৈঠক দুটি হওয়ার কথা রয়েছে তার প্রথমটি বিকেল ৪টেয় লোকায়ুক্ত কমিটির বৈঠক। প্রথম বৈঠকটি শেষ হওয়ার ঠিক ১৫ মিনিট পরে মানবাধিকার কমিশনের বৈঠক হবে। দু'টি বৈঠকেই সভাপতিত্ব করবেন মুখ্যমন্ত্রী। নিয়ম মেনে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর দপ্তরে সরকারি চিঠিও পাঠানো হয়েছে। কিন্তু শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে তিনি এই বৈঠকে যোগ দিচ্ছেন না। শুভেন্দু সাফ ভাবে জানান, "দুর্নীতিগ্রস্ত মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আমি কোনও বৈঠকে বসব না।"

শুভেন্দু আরও বলেন, বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর ওপর হামলার পর যাঁদের হাতে 'বিজেপি কর্মীদের রক্ত লেগে আছে', তাঁদের সঙ্গে বসে হাসিমুখে ছবি তোলা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

বিরোধী নেতার আরও অভিযোগ করে বলেন, রাজ্যজুড়ে শাসকদলের আশ্রয়ে পুলিশকে দিয়ে সন্ত্রাস চালানো হচ্ছে। বিধানসভায় স্পিকারের নেতৃত্বে তৈরি হয়েছে 'একদলীয় শাসনব্যবস্থা'। সেই পরিস্থিতিতে সরকারি বৈঠকে যোগ দেওয়ার কোনও মানে নেই বলেই মন্তব্য তাঁর। শুভেন্দুর দাবি, "মানুষের নিরাপত্তার অবস্থা ভয়াবহ। এসব বৈঠক আসলে লোক দেখানো আইওয়াশ।"

সিনেমার খবর

টিফিন বক্সে অমিতাভকে নিয়মিত চিঠি লিখতেন জয়া

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

যখন মোবাইল ফোন ছিল না, তখন যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম ছিল চিঠির আদান-প্রদান। একসময় এরকম চিঠি চালাচালি করতেন বলিউড অভিনেত্রী জয়া বচ্চন। স্বামী অমিতাভ বচ্চনকে পারিবারিক খবরাখবর জানাতেই টিফিন বক্সের সঙ্গে পাঠাতেন হাতে লেখা বিভিন্ন চিরকুট।

বিগ বি তখন কাজ নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত। পরিবারের খোঁজ নেওয়াটা তেমন হয়ে উঠছিল না। সে সময় স্ত্রী জয়া বচ্চন নিলেন এক অভিনব উদ্যোগ। তিনি প্রতিদিন অমিতাভের টিফিন বক্সে খাবারের সঙ্গে ছোট ছোট চিঠি বা নোট পাঠাতেন। এই নোটগুলোতে কখনো লেখা থাকত স্বামীর প্রতি ভালোবাসা ও আবেগমাখা বার্তা 'তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসো।' আবার কখনো তাতে থাকত গুরুত্বপূর্ণ পারিবারিক খবর 'অভিষেকের শরীর ভালো না,' অথবা 'অমিতাভ ও জয়াকে স্কুলের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হবে।'

এই ছোট ছোট চিঠিগুলোই সে সময় অমিতাভ বচ্চনের কাছে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার এক বিশেষ মাধ্যম হয়ে উঠেছিল। কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও এই নোটগুলো তাকে জয়া বচ্চন এবং তার পরিবারের সঙ্গে এক গভীর বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে সাহায্য করেছিল।

উল্লেখ্য, ২০১৩ সালে মুক্তি পেয়েছিল বলিউড সিনেমা 'দ্য লাঞ্চবক্স'। ইরফান খান ও নিমরত কৌর অভিনীত ছবিটিতে এরকম চিঠি চালাচালির গল্প দেখানো হয়েছিল। যেখানে ভুলবশত পাঠানো লাঞ্চবক্সের মাধ্যমে একজন বিবাহিত গৃহবধূ ইলা এবং একজন বয়স্ক বিধবা মানুষ সাজানের মধ্যে একটি সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তারা লাঞ্চবক্সের মধ্যে চিঠি আদান-প্রদান করে একে অপরের জীবনে একটি কল্পনার জগৎ তৈরি করে, যা তাদের নিঃসঙ্গতা ও একাকিত্ব দূর করতে সাহায্য করে।

আসছে 'দাবাং ৪', পরিচালনায় থাকছেন অভিনব কাশ্যপ!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

'দাবাং ৪' নিয়ে ভক্তদের অপেক্ষার শেষ হতে চলেছে। জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজিটির প্রযোজক আরবাজ খান জানিয়েছেন, নতুন ছবির কাজ ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'দাবাং ৪ খুব তাড়াতাড়িই আসছে', যদিও মুক্তির সময়সীমা নিয়ে স্পষ্ট কিছু জানাননি।

আরবাজ আরও জানান, ছবি নিয়ে সলমন খানের সঙ্গে একাধিক বৈঠক হয়েছে। ফলে ধারণা করা হচ্ছে, 'দাবাং' মানেই যে পর্দায় জোরদার অ্যাকশন এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখবেন সালমান।

তবে সবচেয়ে বড় আলোচনার বিষয় পরিচালকের আসনে কে? বলিউডে জোর জল্পনা, 'দাবাং ৪' পরিচালনা করছেন অভিনব কাশ্যপ। সালমান-আরবাজের সঙ্গে তার তিক্ত সম্পর্কের ইতিহাস নতুন নয়। একসময় 'দাবাং' নিয়ে প্রকাশ্যে মন্তব্য করে বিতর্ক ছড়িয়েছিলেন অভিনব। দাবি করেছিলেন, 'দাবাং'-এর সেটে সালমান ও আরবাজের ঝামেলার জেরে একটি দৃশ্য বাদও দেওয়া হয়েছিল।

এই অতীত সম্পর্কের পরও অভিনব কাশ্যপকে 'দাবাং ৪'-এ পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, এতে বিস্মিত অনেকেই। তবে খান পরিবার বা অভিনব কেউই এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে এ বিষয়ে মুখ খোলেননি।

রিভলভার হাতে রহস্য ভেদে ফিরছেন কোয়েল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০১৪ সালে বইয়ের পাতায় শেষবার দেখা মিলেছিল প্রিয় গোয়েন্দা চরিত্র 'মিতিন মাসি'র। ২০১৫ সালে প্রয়াত হন চরিত্রের স্রষ্টা সুচিত্রা ভট্টাচার্য। এরপর দীর্ঘ বিরতির পর ২০১৯ সালে মিতিনকে পর্দায় ফিরিয়ে আনেন পরিচালক অরিন্দম শীল। কোয়েল মল্লিকের অনবদ্য অভিনয়ে 'মিতিন' জনপ্রিয়তা পায় নতুনভাবে। ২০২৩ সালে আসে দ্বিতীয় ছবি 'জঙ্গলে মিতিন মাসি'।

এবার বড়দিনে মুক্তি পাচ্ছে ফ্র্যাঞ্চাইজির তৃতীয় সিনেমা 'মিতিন, একটি খুনির সন্ধানে'।

এই ছবিতে কোয়েলের লুক ইতিমধ্যেই চর্চায়। চওড়া ফ্রেমের চশমা, খোলা চুল, দৃঢ় দৃষ্টি আর হাতে রিভলভার। ট্রিগারে প্রস্তুত আঙুল। খুনের তদন্তে নেমে মিতিন আবিষ্কার করবে বহু স্তরের রহস্য। ছবিতে থাকবে টানটান উত্তেজনা আর জোরদার অ্যাকশন সিকোয়েন্স।

শুটিংয়ের সময় একটি অ্যাকশন দৃশ্যে আহতও হয়েছিলেন কোয়েল। কিছুদিন শুটিং বন্ধ রাখার পর সুস্থ হয়ে আবার সেটে ফেরেন তিনি।

কোয়েলের সঙ্গে এই ছবিতে অভিনয় করেছেন শুভ্রজিৎ দত্ত, লেখা চট্টোপাধ্যায়, সাহেব চট্টোপাধ্যায়, অনসূয়া মজুমদার, দুলাল লাহিড়িসহ টলিউডের বেশ কয়েকজন পরিচিত শিল্পী।

এ বছর বড়দিনে একসঙ্গে মুক্তি পাচ্ছে তিনটি বাংলা ছবি। উৎসবের মৌসুমে একাধিক ছবির সংঘর্ষে বক্স অফিসে প্রতিযোগিতা যে তীব্র হবে তা নিশ্চিত। তবে দর্শকদের আগ্রহে উৎসবের আবহ আরও জমে উঠেছে।

২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট পেল যারা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০২৬ সালে প্রথমবারের মতো ৪৮টি দল নিয়ে মাঠে গড়াবে ফুটবল বিশ্বকাপ। আগামী ৫ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে বিশ্বকাপের ড্র। যদিও এখনও চূড়ান্ত হয়নি আসন্ন মেগা টুর্নামেন্টটির চূড়ান্ত সব দল।

গতকাল মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) ইউরোপীয় অঞ্চলের বাছাইপর্ব শেষ হয়েছে। বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব থেকে এখন পর্যন্ত ৪২টি দেশ যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় হতে যাওয়া আসরের টিকিট নিশ্চিত করেছে। আসরের বাছাই অনেকটাই শেষ, বাকি শুধু প্লে-অফ। প্রথমবার বিশ্বমঞ্চে জায়গা করেছে চার দেশ- কুরাসাও, কেপ ভার্দে, উজবেকিস্তান ও জর্ডান।

সবশেষ ইতিহাস গড়ে বিশ্বকাপে জায়গা করে নিয়েছে কুরাসাও। দেড় লাখ জনসংখ্যার দেশটি কনক্যাকাফ অঞ্চলের বাছাই খেলে এসেছে। একই অঞ্চল থেকে ৫২ বছর পর বিশ্বকাপে এসেছে হাইতি। ২৮ বছর পর বিশ্বকাপে খেলা নিশ্চিত করেছে স্কটল্যান্ড। আর্লিং হালান্ডের নরওয়েও বিশ্বকাপের মঞ্চে ফিরছে ২৮ বছর পর।

বিশ্বকাপ এখনও ৬ দল খুঁজে পাওয়ার অপেক্ষায়। ইউরোপ অঞ্চল থেকে এপর্যন্ত টিকিট কেটেছে ১২ দল। এ অঞ্চল থেকে বিশ্বকাপ নিশ্চিত করতে হবে আরও চার দেশকে। প্লে-অফ খেলে আসবে আরও ২দল। কনক্যাকাফ অঞ্চলের বাছাই খেলে জায়গা পেয়েছে কুরাসাও, হাইতি ও পানামা।

আয়োজক দেশ হিসেবে সরাসরি বিশ্বকাপে খেলবে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো। এশিয়া, লাতিন আমেরিকা, উত্তর আমেরিকা, আফ্রিকা ও ওশেনিয়া অঞ্চল থেকে বিশ্বকাপে জায়গা করে নিয়েছে বাকি দেশগুলো।

এপর্যন্ত কোয়ালিফাই করেছে যেসব দেশ

আয়োজক: কানাডা, মেক্সিকো, যুক্তরাষ্ট্র

এশিয়া

কাতার, সৌদি আরব, সাউথ কোরিয়া, ইরান, জাপান, জর্ডান, অস্ট্রেলিয়া ও উজবেকিস্তান।

লাতিন আমেরিকা

ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে, ইকুয়েডর, প্যারাগুয়ে ও কলম্বিয়া।

উত্তর আমেরিকা

কুরাসাও, হাইতি ও পানামা।

ইউরোপ

ইংল্যান্ড, পর্তুগাল, ক্রোয়েশিয়া, ফ্রান্স, নরওয়ে, অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, সুইজারল্যান্ড, স্পেন ও স্কটল্যান্ড।

আফ্রিকা

সাউথ আফ্রিকা, আলজেরিয়া, কেপ ভার্দে, আইভরি কোস্ট, মিশর, ঘানা, মরক্কো, তিউনিসিয়া ও সেনেগাল।

ওশেনিয়া

নিউজিল্যান্ড

৪৬ বছরের ইতিহাস ভেঙে ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে মিচেল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ওয়ানডে ব্যাটসম্যানদের র‍্যাঙ্কিংয়ে ভারতীয় তারকা রোহিত শর্মা দীর্ঘ সময় শীর্ষে থাকতে পারলেন না। এবার তাকে ছাড়িয়ে ক্যারিয়ারে প্রথমবারের মতো শীর্ষ স্থান দখল করলেন নিউজিল্যান্ডের ড্যারিল মিচেল।

আইসিসি বুধবার প্রকাশিত সাপ্তাহিক হালনাগাদ অনুযায়ী, মিচেল নিউজিল্যান্ডের ইতিহাসে কেবল দ্বিতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে এই কীর্তি গড়লেন। গত রবিবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম ম্যাচে ১১৯ রানের অসাধারণ ইনিংস খেলে তিনি নিউজিল্যান্ডকে ৭ রানে জয় এনে দেন। এই পারফরম্যান্সের সুবাদে তার রেটিং বেড়ে ২৬৯ হয়।

রোহিত শর্মা এক ধাপ নিচে নেমে দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান করছেন। আফগানিস্তানের ইব্রাহিম জাদরান তৃতীয় স্থানে অবস্থান করছেন। মিচেলের এই ইনিংস তার সপ্তম ওয়ানডে সেঞ্চুরি এবং দলকে জয় এনে দেওয়ার স্বীকৃতি হিসেবে ধরা হচ্ছে।

নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেট ইতিহাসে ১৯৭৯ সালে প্রথম কিউই ব্যাটসম্যান গ্রেট গ্লেন টার্নার ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে বসেছিলেন। এরপর মার্টিন ক্রো, অ্যান্ড্রু জোন্স, রজার টুজ, কেন উইলিয়ামসন, মার্টিন গাপটিল ও রস টেইলরদের মধ্যে কেউই শীর্ষ স্থানে পৌঁছাননি। ৪৬ বছর পর মিচেল দ্বিতীয় কিউই হিসেবে সেই কৃতিত্ব অর্জন করলেন।

ওয়ানডে সিরিজে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে পাকিস্তানের খেলোয়াড়রাও অসাধারণ পারফরম্যান্স দেখিয়েছেন। এর প্রতিফলন র‍্যাঙ্কিংয়ে পড়েছে। বিশেষ করে ইংল্যান্ডের জো রুট ও আফগানিস্তানের আব্দুল্লাহ ওমারজাইয়ের সঙ্গে যৌথভাবে ২২তম স্থানে আছেন পাকিস্তানের মোহাম্মদ রিজওয়ান।

৪২ বছর বয়সে বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ পেলেন স্কটিশ গোলরক্ষক গর্ডন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ইনজুরি টাইমের দুই গোলে ডেনমার্ককে গ্ল্যাসগোতে ৪-২ গোলে বিধ্বস্ত করে ১৯৯৮ সালের পর প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে স্কটল্যান্ড। বাছাইপর্ব পার করা দুর্দান্ত এই স্কটিশ দলটিতে খেলেছেন অভিজ্ঞ গোলরক্ষক ক্রেইগ গর্ডন। ৪২ বছর বয়সে যার সামনে সুযোগ এসেছে প্রথমবারের মত বিশ্বকাপে অংশ নেবার।

এবারের গ্রীষ্মে জাতীয় দলের কোচ স্টিভ ক্লার্ক অবসরের বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন বলেও স্বীকার করেছেন গর্ডন।

গত দুই দশক ধরে গুরুতর ইনজুরির সাথে লড়াই করে টিকে আছেন হার্টস নাম্বার ওয়ান। যেজন্য গত মৌসুমের শেষে ভবিষ্যত নিয়ে শঙ্কা দেখা দিলে আরো এক বছর ক্লাবের সাথে চুক্তি নবায়ন করেন গর্ডন।

২০০৪ সালে স্কটল্যান্ড জাতীয় দলের হয়ে অভিষেক হয় গর্ডনের। আগামী বছর বিশ্বকাপ শুরুর সময় তার বয়স হবে ৪৩।

মঙ্গলবার ডেনমার্কের বিপক্ষে ম্যাচ শেষে স্থানীয় গণমাধ্যমে গর্ডন বলেছেন, 'এটা সত্যিই আবেগঘন এক মুহূর্ত। দীর্ঘদিন এই দিনটির অপেক্ষা করেছি। এখানে আসার জন্য ২০ বছর জাতীয় দলের অনুশীলনে ছিলাম। কখনো কখনো ব্যর্থতার পাল্লাটা বেশ ভারী মনে হয়েছে। স্কটল্যান্ডের এই আনন্দের দিনে থাকতে পেরে দারুনভাবে নিজেকে গর্বিত মনে করছি। যেখান থেকে প্রায় চলেই গিয়েছিলাম, আবারো ফিরে আসতে পারলাম। স্টিভ ক্লার্ক আমাকে আরো একটি বছর দলে চেয়েছিলেন। হয়তো আমাকে তার প্রয়োজন ছিল। আমি তখনই ছেড়ে দিতে চেয়েছিলাম। এই একটি মুহূর্তের জন্য হয়তো ক্যারিয়ারে এত ম্যাচ খেলেছি।'

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR